দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 27 JUL 1987
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

আর্থিক সংকটে ঝিনাইদহের বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে

॥ কমল সাহা ॥

ঝিনাইদহ, ২৫শে জুলাই।- গত ১১ বছরে ঝিনাইদহ জেলায় মাত্র ১০টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সরকারীকরণ করা হয়েছে। জনসাধারণের স্বেচ্ছা-প্রণোদিত উদ্যোগ ও আর্থিক সাহায্যে গড়ে ওঠা জেলার বেসরকারী বিদ্যালয়গুলো দীর্ঘকাল ধরে সরকারীকরণ না করায় আর্থিক সংকটের কারণে একে একে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। জেলার ছয়টি উপজেলায় ৮৭টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারীকরণের আশায় কোনরকমে টিকে থাকলেও এগুলোর বর্তমান অবস্থা খুবই শোচনীয়, যেকোন মুহূর্তে বন্ধ হয়ে যেতে পারে। ফলে ৮৭টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩৬৪ জন শিক্ষকের ভাগ্য অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে এবং প্রায় ২৩ সহস্রাধিক ছাত্র-ছাত্রীর লেখাপড়া চরমভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে।

ঝিনাইদহ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তরের একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র জানিয়েছে, জেলার ছয়টি উপজেলায় বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বর্তমানে ৮৭। ১৯৮৬ সালের মার্চ মাসেও এ সংখ্যা ছিল ১২১। অর্থাৎ গত ১৫ মাসে ৩৪টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ হয়ে গেছে। গত ১১ বছরে জেলার ছয়টি উপজেলায় মাত্র ১০টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সরকারীকরণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৯৭৬-৭৭ আর্থিকবছরে ৮টি এবং ১৯৮১-৮২ আর্থিকবছরে ২টি। ১৯৮৬-৮৭ আর্থিকবছরে প্রতি উপজেলায় ২টি করে ছয়টি উপজেলায় মোট ১২টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নাম সরকারীকরণের সুপারিশ করে পাঠানো হয়েছে, কিন্তু অদ্যাবধি সরকারীকরণের চূড়ান্ত অনুমোদন পাওয়া যায়নি।

বর্তমানে জেলার ছয়টি উপজেলায় যে ৮৭টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কোনরকমে টিকে আছে সেগুলোও চরম আর্থিক সংকট ও নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত। এসব বিদ্যালয়ের অধিকাংশই দু'যুগেরও বেশী সময় ধরে সরকারীকরণের আশায় রয়েছে। কিন্তু দীর্ঘদিনের আবেদন-নিবেদন ও তদবির-দৌড়াদৌড়িতেও কোন ফল হয়নি। নিজেদের ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর গরজেই স্থানীয় জনসাধারণের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত উদ্যোগ, আর্থিক সাহায্য ও সহযোগিতায় এ সব বিদ্যালয় চালু হয়। কোথাও জনসাধারণের দেয়া চাঁদা, আবার কোথাও নামমাত্র ছাত্র বেতনের ওপর নির্ভর করে বিদ্যালয়গুলো চলছে। এর মধ্যে ২০ থেকে ২৫ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ও রয়েছে। বিদ্যালয়গৃহ বলতে কোনটির টিনের চালা, কোনটির খড়ের, কোনটির আবার গোলপাতার। অধিকাংশেরই ভাঙাচোরা চাটাইয়ের বেড়া, কোনটির আবার তাও নেই। একটু বৃষ্টি হলেই অনেক বিদ্যালয় ছুটি দিয়ে দিতে হয়। চেয়ার-টেবিল, বেঞ্চ, আলমারী, ব্লাক-বোর্ড-সহ আসবাবপত্র ও শিক্ষা উপকরণ নেই বললেই চলে। বিশেষ করে প্রায় সব বিদ্যালয়েই বেঞ্চের চরম সংকট। ছাত্রছাত্রীদেরকে বসার জন্য বাড়ী থেকে ছালা বা মাদুর নিয়ে আসতে হয়। বর্তমানে চালু ৮৭টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ২২ হাজার ৭শ' ৫৭। এদের লেখাপড়াই যে কেবল বিঘ্নিত হচ্ছে তাই নয়, লেখাপড়ার ভবিষ্যৎও দিন দিন অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে।

অন্যদিকে এই ৮৭টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত ৩৬৪ জন শিক্ষকের জীবন চরম আর্থিক সংকট ও অভাব-অনটনে দুর্বিষহ হয়ে পড়েছে। সরকারীকরণ করা হবে এ-আশায় তারা নামমাত্র বেতনে কোথাও আবার বিনা বেতনে শিক্ষকতা করে আসছেন। কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে সরকারীকরণ না করায় এখন তারা হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। সব কিছু মিলিয়ে এ সব বিদ্যালয়ে এখন লেখা-পড়ার পরিবেশ নেই বললেই চলে।